ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ আশ্বিন ১৪২৮, ১৫ অক্টোবর ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ রোকেয়া হল প্রাঙ্গণে একটি স্বর্ণচাঁপা গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ রোকেয়া হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কল্যাণকর ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ইতোমধ্যেই তিনি 'Jewel in the Crown of the Day' সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছেন। দেশ ও জাতির পরিমণ্ডল অতিক্রম করে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের মডেলে পরিণত হয়েছেন। তাই তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে এসব অর্জনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মৌলিক কাজ বলেও উপাচার্য উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল গভীরভাবে ভাববেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি স্বর্ণচাঁপা গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে উপাচার্য এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে

করোনা মহামারির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। গত ০৫ অক্টোবর ২০২১ থেকে শুধু অনার্স ৪র্থ বর্ষ এবং মাস্টার্স-এর শিক্ষার্থীরা হলে উঠে। অনার্স ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষের আবাসিক শিক্ষার্থীরা গত ১০ অক্টোবর ২০২১ থেকে আবাসিক হলসমূহে উঠেছে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ হলে উঠে। যে সকল আবাসিক শিক্ষার্থী করোনার অন্ততঃ প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছে, তারা স্বাস্থ্যবিধি ও SOP (Standard Operating Procedure) অনুসরণ করে টিকা গ্রহণের কার্ড/সনদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে উঠার সুযোগ পেয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান হল প্রশাসনের সুন্দর আয়োজনের মাধ্যমে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের হলে বরণ করে নেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা উৎসবমুখর পরিবেশে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হলে উঠছে। এই উৎসবমুখর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। উপাচার্য আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের অতিদ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে টিএসসিতে ভোটার রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে যেসকল শিক্ষার্থী এখনও টিকা গ্রহণ করতে পারেনি তারা অতিদ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৭ অক্টোবর থেকে সশরীরে পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু

আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীর অন্তত: এক ডোজ টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ তদারকি জোরদার করার জন্য সকল বিভাগ ও ইনস্টিটিউটকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অন্তত: এক ডোজ টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করে আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ডিনস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৭ অক্টোবর ২০২১ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে একাডেমিক কাউন্সিলের এক বিশেষ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যগণ অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে একাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত "Loss Recovery Plan" অনুসৃত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের একাধিক সেকশনে বিভক্ত করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ও অফলাইন সমন্বয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬০ভাগ ক্লাস সশরীরে নিতে হবে।

ল্যাবরেটরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় কোর্সের জ্ঞানের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

ঢাবি মেডিকেল সেন্টারে করোনা টিকা প্রদান কার্যক্রম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে বিশেষ অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ৪ অক্টোবর ২০২১ এই টিকা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ঢাকার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সহযোগিতায় এই টিকা প্রদান কার্যক্রম আগামী ১৭ অক্টোবর ২০২১ রবিবার পর্যন্ত চলবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকা (দ্বিতীয় ডোজ) আগামী ১ নভেম্বর ২০২১ থেকে প্রদান করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হেলথ্ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, টিকা প্রদান কার্যক্রমের সমন্বয়ক ড. মো. আব্দুল মুহিত, প্রধান মেডিকেল অফিসার ডা. সারওয়ার জাহান মুক্তাফী, ঢাকার সিভিল সার্জন ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে টিকা প্রদান কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্রুত টিকার আওতায় আনার ক্ষেত্রে এই অস্থায়ী ক্যাম্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে শতভাগ টিকার আওতায় এনে সশরীরে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউটের সদস্যগণ এই টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ক্যাম্পে শুধুমাত্র সিনোফার্ম (ভেরোসেল) টিকা প্রদান করা হবে। এই ক্যাম্পে ১ম টিকা গ্রহণকারী হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী রুবেল দাস।

টিকা গ্রহণের বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.du.ac.bd থেকে জানা যাবে।

স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমার আওতায় ঢাবি'র শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়মিত শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় বাৎসরিক মাত্র ২৭০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা তালিকাভুক্ত বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হলো।

প্রতিবছর ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের এককালীন বাৎসরিক মাত্র ২৭০(দুইশত সত্তর) টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। চলমান শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় যেসকল নিয়মিত শিক্ষার্থী বার্ষিক প্রিমিয়ামের টাকা দিতে পারেন নি, তারা https://student.eis.du.ac.bd -ওয়েবসাইটে লগইন -এর মাধ্যমে health insurance বাটন ক্লিক করে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে পারবেন। টাকা জমা দেয়ার পর শিক্ষার্থীরা বীমা প্রিমিয়ামের একটি জমা রশিদ পাবেন। এটি তাদের সংরক্ষণ করতে হবে। বীমা সুবিধা দাবির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে প্রিমিয়াম জমা রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা বীমা সুবিধা পাবেন। এরমধ্যে হাসপাতালে থাকাকালীন কেবিন/ওয়ার্ড ভাড়া, হাসপাতাল সেবা, অস্ত্রোপচার জনিত ব্যয়, চিকিৎসকের পরামর্শ ফি, ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিল বাবদ দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা চিকিৎসা ব্যয় পাওয়া যাবে।

বহির্বিভাগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ১ ডিসেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আগামী ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখের পরিবর্তে ১ ডিসেম্বর ২০২১ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, সংশ্লিষ্ট অতিথি ও শিক্ষার্থীদের সশরীরে অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদসহ কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্যভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব আয়োজনের বিভিন্ন খাতওয়ারি বাজেট পর্যালোচনা ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা গত ০১ অক্টোবর ২০২১ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং 'ক' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহাসহ সংশ্লিষ্টরা কার্জন হল পরীক্ষা কেন্দ্রসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা গত ০২ অক্টোবর ২০২১ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং 'খ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্রসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা অনুষদভুক্ত 'চ' ইউনিট-এর অধীনে ১ম বর্ষ বিএফএ (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান) গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং 'চ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম চারুকলা অনুষদে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সেশনজট নিরসনে শরৎকালীন ও শীতকালীন ছুটি বাতিল

'কোভিড-১৯' উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সেশনজট নিরসনের উপায় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের শরৎকালীন ছুটি ও শীতকালীন ছুটি বাতিল করা হয়েছে। তবে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের ১২-১৫ অক্টোবর, লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষ্যে ১৯ অক্টোবর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ও যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ২৫ ডিসেম্বর-এর ছুটি যথারীতি বহাল থাকবে।

স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমার আওতায় ঢাবি'র শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীর জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এরমধ্যে বহির্বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যয় অর্ন্তভুক্ত থাকবে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ফি বাবদ প্রতি ব্যবস্থাপত্রে সর্বোচ্চ ৫শ' টাকা পাওয়া যাবে।

কোন শিক্ষার্থীর বয়সসীমা ২৮ বছর অতিক্রম করলে অথবা ছাত্রত্ব হারালে বীমা সুবিধা পাওয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের https://www.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে বীমা সংক্রান্ত সকল শর্ত ও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এই ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীরা Claim Form I Gurantee of Payment (GOP) Request Form সংগ্রহ করতে পারবেন। বীমা সংক্রান্ত কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিভাগ/ইনস্টিটিউটের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাবি শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) গ্রহণের মাধ্যমে টিকা নিতে পারবে। শতভাগ টিকার আওতায় এনে সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের সশরীরে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হবে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও নিয়মকানুন মেনে হলে অবস্থান করার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন আবাসিক হল পরিদর্শন করেন।

টিএসসিতে শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নেই তাদের দ্রুত NID প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২১ টিএসসিতে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এসময় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবীর উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, এই কেন্দ্র শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেবায় নিয়োজিত একটি বিশেষ জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কেন্দ্র। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের দ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে এই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই কেন্দ্র স্থাপনে সার্বিক সহযোগিতা করায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্টদের প্রতি উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সুন্দর, সদয় ও স্বতস্ফূর্ত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে নির্ধারিত শর্ত ও গাইডলাইন মেনে নিবন্ধনের জন্য শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ কে এম হুমায়ুন কবীর এই নিবন্ধন কেন্দ্রের NID কার্যক্রমের সফলতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ০৭ অক্টোবর থেকে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই কেন্দ্রে NID-এর জন্য নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকেল ৫টায় শেষ হবে।

শিক্ষার্থীদের NID প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও শর্তসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.du.ac.bd থেকে জানা যাবে।

ঢাবি-এ প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান প্রকৌশলী দফতরে এ কে এম রাসেদুল হাসান মো. আব্দুল খালেক প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে কাজে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বুয়েট থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন।

ঢাবি'র শিক্ষকদের মৃত্যুতে উপাচার্যের গভীর শোক প্রকাশ

অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ছিলেন শিষ্টাচারবোধসম্পন্ন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। মিষ্টভাষী ও সজ্জন এই শিক্ষাবিদ জনপ্রশাসন কর্মচারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে (Public Personnel Management) বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দেশ-বিদেশে তাঁর অসংখ্য মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এই শিক্ষক ও গবেষক বিভাগীয় চেয়ারম্যান, কবি জসীম উদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও দক্ষ প্রশাসক হারালো।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

অধ্যাপক মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী ছিলেন সদাহাস্যোজ্জ্বল, মিষ্টভাষী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নিষ্ঠাবান শিক্ষক । শিক্ষকতা ও গবেষণা ছাড়াও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি রাজনীতি, মানবসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থেকে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছেও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এই গুণী শিক্ষকের মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবককে হারালো।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও গবেষক। দেশের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য হিসেবে তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. গোলাম মাওলা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের একজন গবেষক ও শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি গবেষণা ও শিক্ষকতা পেশায় ফেরার চেষ্টা করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ

একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট পদার্থবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ। তিনি ছিলেন আদর্শবান, দেশপ্রেমিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস অধ্যাপক এই গুণী শিক্ষকের অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, বোস সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চের পরিচালক এবং ইউজিসি অধ্যাপকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, নম্র ও সজ্জন চরিত্রের একজন শিক্ষক ও গবেষক। ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নে তার অনেক মৌলিক গবেষণা রয়েছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মাহবুব আহসান খান গত ০৯ অক্টোবর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশা খাঁন আবাসিক এলাকার বাসায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইতালির রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত মি. এনরিকো নুনযিয়াতা গত ০৫ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এবিএম রেজাউল করিম ফকির, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইতালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. এনরিকো নুনযিয়াতা বলেন, ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ইতালির মধ্যযুগীয় বিখ্যাত কবি, লেখক ও দার্শনিক দান্তে আলগিরির ৭০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ২১ অক্টোবর ২০২১ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য রাষ্ট্রদূত উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনার আয়োজন করায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য উপাচার্য ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক

ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক মি. শন ম্যাকইনতশ গত ০৭ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় আমেরিকান সেন্টারের সাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকর্তা মিস. শারলিনা হুসেইন-মরগানসহ সেন্টারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকান সেন্টারের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও গবেষক যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে এখনও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-গবেষক বিনিময় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আমেরিকান সেন্টারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক মি. শন ম্যাকইনতশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সেন্টারের যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বেগবান করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মর্যাদাপূর্ণ 'ফুলব্রাইট প্রোগ্রামের' ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমেরিকান সেন্টার আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে একটি ভার্চুয়াল সম্মেলন আয়োজন করবে। তিনি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে যুক্তরাষ্ট্রের একজন ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক মি. শন ম্যাকইনতশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি উপাচার্য এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের 'কোরিয়া কর্ণার' পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'কোরিয়া কর্ণার' পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রদূত 'কোরিয়া কর্ণার'-এর জন্য ১০০টি দুর্লভ ও মূল্যবান বই উপাচার্যের নিকট হস্তান্তর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. মো. নাসির উদ্দিন মুন্সী, কোরিয়ান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি সান-নাম ইন ও কালচারাল অফিসার লি ইউ হেং, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, কোরিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক ড. সাইফুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'কোরিয়া কর্ণার' শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উভয় দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত এই 'কোরিয়া কর্ণার' দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি এই কর্ণারের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রসারে কোরিয়া সরকার গভীরভাবে আগ্রহী এবং এ ক্ষেত্রে তাদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত মি. এনরিকো নুনযিয়াতা গত ০৫ অক্টোবর ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক মি. শন ম্যাকইনতশ গত ০৭ অক্টোবর ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জ্যাং কিয়ুন গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে স্থাপিত 'কোরিয়া কর্ণার' পরিদর্শন করেন।

Business and Economics বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

এসডিজি অর্জনে উদ্ভাবন ও গবেষণা পরিচালনার জন্য শিক্ষাবিদদের প্রতি উপাচার্যের আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ, নীতি নির্ধারকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ Business and Economics বিষয়ক ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এই আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী এই ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বছর সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বিজনেস এন্ড ইকোনমি ইন দ্যা নিউ নরমাল ল্যান্ডস্কেপ'।

উপাচার্য বলেন, বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারির কারণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পৃথিবীর অনেক দেশ ও জাতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই মহামারির কারণে ব্যক্তি, সাংগঠনিক ও জাতীয় পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য ও সাহসী নেতৃত্বের কারণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দেশের থেকে এগিয়ে রয়েছে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি জাতিসংঘ থেকে 'Jewel in the crown of the day' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য এই সম্মেলনের আয়োজকদেরকে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করায় অধ্যাপক বার্নাদিন ভ্যান গ্রামবার্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র অধ্যাপক বার্নাদিন ভ্যান গ্রামবার্গ 'কোভিড-১৯ মহামারির সময় স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ভারসাম্য' বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া, সম্মেলনের কো-চেয়ার অধ্যাপক ড. এম সাদিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সমাজকর্ম শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'Social work education in Bangladesh: Challenges and Opportunities' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনার উদ্বোধন করেন।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম এবং ইউনিভার্সিটি সেইনস্ মালেশিয়া-এর অধ্যাপক ড. আজলিনডা আজমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী এবং সঞ্চালন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহীন খান।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের সমাজে অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সমাজের মানুষের খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এজন্য এখন থেকেই সমাজকর্ম বিষয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমাদের দেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। দেশ, জাতি ও বিশ্বের উন্নয়ন ঘটাতে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, লোভ-লালসা ত্যাগ করে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, সমাজে সংস্কার ঘটলে, তার পরিবর্তনের ঢেউ লাগে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে। সমাজকর্ম একটি একক বিষয় হলেও এতে বহুমাত্রিকতা রয়েছে। তাই জাতীয়ভাবে সমাজকর্ম বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঢাবি এবং বিএসএমআরএএইউ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমআরএএইউ) মধ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিএসএমআরএএইউ-এর রেজিস্ট্রার এয়ার কমোডর এ কে এম এনায়েতুল কবীর নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এয়ার ভাইস মার্শাল মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় উভয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রকাশনা ও তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করবে। এছাড়া তারা যৌথভাবে সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালা আয়োজন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আলী রীয়াজ স্নাতকোত্তর গবেষণা পুরস্কার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে "আলী রীয়াজ স্নাতকোত্তর গবেষণা পুরস্কার ট্রাস্ট ফান্ড" গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১০ অক্টোবর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং দাতার বড় বোন সফুরন আরা উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের থিসিস গ্রুপের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া, শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে 'আলী রীয়াজ স্নাতকোত্তর গবেষণা পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুদানের মাধ্যমে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা গবেষণায় আরও উৎসাহিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। এছাড়া, তিনি এই বিভাগের একজন প্রাক্তন শিক্ষক। ১৯৭৯ এবং ১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)'র সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

আমিনুর রহমান খান স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "আমিনুর রহমান খান স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড" শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত আমিনুর রহমান খানের স্ত্রী মিসেস হোসনে আরা খান ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, প্রয়াত আমিনুর রহমান খানের মেয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহীন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারসহ দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের একজন এবং বিজ্ঞান অনুষদের একজন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রয়াত আমিনুর রহমান খানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, আমিনুর রহমান খান ১৯১৮ সালের ২৫ মে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৯ সালের ২৯ জুন তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফজিলাতুন্নেসা ইসলাম এবং সিরাজুল ইসলাম ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ফজিলাতুন্নেসা ইসলাম এবং সিরাজুল ইসলাম ট্রাস্ট ফান্ড" শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ফজিলাতুন্নেসা ইসলাম এবং সিরাজুল ইসলামের পুত্র এনএসএম ফারুক ১২ লাখ টাকার একটি চেক গত ০৪ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং ফজিলাতুন্নেসা ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের কন্যা মিসেস শাহীন খলীল উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দুইজন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, সিরাজুল ইসলাম ১৯১৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন। মিসেস ফজিলাতুন্নেসা ইসলাম ১৯৩৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই দম্পতির এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যার সবাই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এবং এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ১০ অক্টোবর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহ্জাবীন হকসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হল 'অসম বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য'।

এ. কিউ. এম. মহিউদ্দিন ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'এ. কিউ. এম. মহিউদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. নাজনীন আফরোজ হক ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। বর্তমানে এই ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন দাঁড়াল ১০ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের মাধ্যমে এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের বি.এস. (সম্মান) চূড়ান্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত ১জন ছাত্রী ও ১জন ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫